সমাজ সংস্কার

গৌরীনাথ সেন

সমাজ সংস্কার

গৌরীনাথ সেন

# সমাজ সংস্কার

সংপ্রতি অনেকেই দেশোন্নতি দেশোন্নতি বলিয়া বহুল যত্ন সহকারে লোকানুরাগপ্রবৃত্তা প্রকাশ করিতেছেন। এমন কি তাঁহাদিগের প্রকাশ্য যত্নে আপাততঃ বোধ হয় যেন তাঁহারা যথার্থই দেশের উন্নতি করিলেন, কথায় কথায় দেশোন্নতির প্রসঙ্গ অনর্গল রূপে মুখ হইতে নিঃসৃত হইতে থাকে। কত কত কৃতবিদ্য যুবক দেশোন্নতি বিষয়ক দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করিয়া স্বীয় স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে তাঁহাদিগের এত আয়াস ও যত্ন দ্বারা কিছুই হইল না, বরং ক্রমে ক্রমে দেশের দুরবস্থা হইতেছে। অনেকেই দেশোন্নতির নিমিত্ত মৌখিক যত্ন করেন বটে কিন্তু যে উপায় অবলম্বন করিলে যথার্থ

দেশোন্নতি হইতে পারে তদ্বিষয়ে কোন ব্যক্তিকেই অন্তরের সহিত যত্নশীল দেখিতেছি না। পরস্পর সকলে একমতাবলম্বী হইয়া ইতিকর্ত্তব্যতার অবধারণ ও তদনুসারে কার্য্য না করিলে কোন মতেই দেশোন্নতি হওয়া সম্ভব পর নহে। অধুনা এতদ্দেশে সেই ঐকমত্যের বিরলপ্রচার হইয়াছে।

এতদ্দেশে সকলেই স্ব স্ব প্রধান। কোন কার্য্য করিতে হইলে কেহ কাহারো মতের অপেক্ষা করে না, সুতরাং পরস্পর মতভেদ হওয়াতে বিবাদ, বিসম্বাদ, বন্ধুবিচ্ছেদ প্রভৃতি দোষের উৎপত্তি হইতেছে। স্থানে স্থানে পরস্পর শত্রুতা অসদ্ব্যবহার প্রভৃতি দোষের আবির্ভাব হইতেছে। যে সন্তান দ্বারা পিতা মাতা সুখী হইবে আশায়ে বহুক্লেশ স্বীকার করিয়াও চিরকাল লালন পালন করিয়াছে, সেই সন্তান দ্বারাই তাঁর পর নাই অসুখী হইতেছে। একি দেশোন্নতির চিহ্ন ?

সম্প্রতি এতদ্দেশে উন্নতির প্রবাদ•

করিয়া জাতি জাতি বলিয়া বড়ই গোল উঠিয়াছে, যে দিকে কর্ণপাত করা যায় সেই দিক্ হইতেই জাতি বিচারের ভীষণ কল-রব আসিয়া কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। আজ্ কি শুনিলাম, অমুক বাবু যবনাদি অধম জাতি তমোময় হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আলোকে গেলেন। জাতিভেদ উঠাইয়া দেওয়ার নিমিত্ত অমুক স্থানে সভা সংস্থাপন হইয়াছে, আজ কি জাতিভেদ অকর্ত্তব্য প্রতিপন্ন করাইতে ক্ষুদ্র একখানি পুস্তক প্রচার হইল। আবার ইহাও শুনিতেছি, আজ কি অমুকের পুত্র ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। অমুক চৌধুরি মহাশয় তাঁহার বড় পুত্রের বিরুদ্ধাচরণ দেখিয়া ছোট পুত্রের নামে উইল করিলেন। অমুক স্থানে নবীন সম্প্রদায় ও প্রাচীন সম্প্রদায়ের ঘোরতর দলাদলি উপস্থিত হইয়াছে, অমুক স্থানে মোকদ্দমাও আরম্ভ হইয়াছে, অমুক গ্রামের স্কুল উঠিয়া গেল, প্রায় স্থানে স্থানে পিতা পুত্র শ্বশুর জামতা ভ্রাতা প্রভৃতির বিদ্বেষ-

ভান হইয়া উঠিয়াছে। পিতা পুত্রকে ত্যাগ করিলেন, শ্বশুর জামাতাকে ত্যাগ করিলেন, একমাত্র জাতি বিরোধই এই সকল বিষম অনর্থের কারণ হইল। আবার ইহাও শুনা যাইতেছে, কোন নবীন পুরুষ আপন পিতা মাতা ত্যাগ করিয়া যথেচ্ছাচারী হইলেন, কেহ বা চির প্রতিপালক পিতৃতুল্য পিতৃব্য কি মাতুল কিম্বা শ্বশুর ত্যাগ করিয়া হোটেলের অন্নের ক্রীতদাস হইলেন, কেহ বা পরান্নে জীবন যাপন করেন, পরস্পর শত্রুতা ও বিবাদ বিসম্বাদের সীমা নাই। হা কি পরিতাপ। কি বিপর্য্যয়! কোথায় সকলে পরস্পর ঐক্যবন্ধন দ্বারা দেশের উন্নতিসাধনে প্রবৃত্ত হইবেন, না কোথায় পরস্পর জাতি বিরোধ দ্বারা বন্ধু বিচ্ছেদ প্রভৃতি ক্লেশ ভোগ করিয়া দেশের দুরবস্থার বৃদ্ধি করিতেছেন। কোথায় স্বদেশে বিদ্যাবুদ্ধির সমধিক চর্চার নিমিত্ত স্থানে স্থানে বিদ্যালয় সংস্থাপনের যত্ন করিবেন, না কোথায় পরস্পর বিরোধ উপস্থিত

করিয়া বিদ্যালয়কে শূন্যালয় করিতেছেন। কোথায় ধনী ও প্রাচীনগণের উৎসাহ বৃদ্ধি করিয়া তাঁহাদিগের অর্থ দ্বারা সাধারণের বিদ্যাশিক্ষার সুবিধা করিবেন, না কোথায় তাঁহাদিগের উৎসাহ ভঙ্গ করিয়া সেই অর্থ মোকদ্দমায় বিনাস্ত করাইতেছেন।

হে ভারতলক্ষ্মি! তুমি কি এতদ্দেশ হইতে অগস্ত্য যাত্রা করিয়া প্রস্থান করিয়াছ? হে দুর্ভাগ্য! তুমি কি শুভক্ষণে এ দেশে প্রবেশ করিয়াছ! এই বিস্তীর্ণভারতরাজ্যে দিন দিন কেবল তোমারই সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইতেছে। তোমার প্রিয় সহচর হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ, জিগীষা, বিতণ্ডা, অদূরদর্শিতা, অন্যায়, অকৃতজ্ঞতা প্রভৃতি অতি পরাক্রমশালী হইয়া ভারতবাসী জনরাশির চিত্তক্ষেত্রে অবলীলাক্রমে বিচরণ করিতেছে। হা! আমরা যে সম্প্রদায়ের মুখাবলোকন করিয়া চিরসেবিত আশালতার মূলদেশে উৎসাহ সলিলের অভিষেক করিতেছি, এই ক্ষণে সেই সম্প্রদায় হইতেই বিবদন্ত

কীট সকল উত্থিত হইয়া সেই পুষ্পিত আশালতার মূলদেশে দংশন করত ছিন্না ও সংশয়াপন্না করিতেছে। যে সম্প্রদায়কে অবলম্বন করিয়া ভগ্নপদ ভারতবর্ষ উন্নতির সোপানে আরোহণ করিবে ভরসা ছিল এই ক্ষণে সেই সম্প্রদায়ই উন্নতিবনের কণ্টক হইয়াছে। যে সম্প্রদায়ের উৎসাহ ও দেশানুরাগ তৃষিতা চাতকিনী স্বরূপা ভারতভূমির পক্ষে জলদাবলী সদৃশ প্রকাশ পাইয়াছিল, এই ক্ষণে সেই সম্প্রদায় হইতে আশানুরূপ অমৃত বারিবর্ষণ না হইয়া বজ্রাগ্নিবর্ষণ হইতেছে। কোথায় বঙ্গবাসিগণ ক্রমশঃ পিতা মাতার প্রতি ভক্তি করিবে, উপকারীর নিকটে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবে, সাধারণের মনোরঞ্জন করিবে, পরিবার এবং আত্মীয়বর্গের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিবে, ঐক্যাবলম্বন করিয়া সাধারণের উৎসাহবৃদ্ধি করিবে, অজ্ঞানান্ধ সাধারণ লোককে বিদ্যার সুনির্ম্মল জ্যোতি প্রদান করিবে, দেশের উন্নতিসাধক বাণিজ্য

শিল্প ও কৃষিকর্ম্মাদির প্রচার করিবে, না সকল তাহার বিপরীত দেখিতেছি।

পশুগণ যাবৎ পর্য্যন্ত স্বয়ং আত্মরক্ষণে সমর্থ না হয়, তাবৎকাল মাত্র পিতা মাতার অধীনে থাকে এবং পিতামাতা ও সন্তানের পরস্পর সম্বন্ধ ও প্রণয় কেবল তৎকালমাত্রেই নিবদ্ধ থাকে, স্বয়ং আত্মরক্ষণে সমর্থ হইলেই তাহাদিগের সম্বন্ধ ও প্রণয় অন্তর্হিত হয়। এই জঘন্য নিয়ম অধুনা যদি ভারতবর্ষীয় মানবকুলেও প্রবেশ করিল, তবে তাঁহারা কোন্ গুণে মনুষ্য নামে খ্যাত থাকিবেন।

বস্তুতঃ এই ভারতবর্ষে সংপ্রতি জাতি অজাতি বলিয়া তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছে। যদিচ আমরা দেখিতেছি মদ্যপানমত্ত সমর-শূরগণের ন্যায় অবিবেকমত্ত যুবকগণ অতি আড়ম্বরের সহিত সমর সম্মুখীন হন বটে কিন্তু সেই মদের ভোগাবসানে অনেকেই পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া একুল ওকুল দুই কুল হারা হইয়া বসেন।

ফলতঃ যাবৎ পর্য্যন্ত বিবাদোন্মত্তগণ

জাতিশব্দের প্রকৃত অর্থ এবং কি প্রকারে কি নিমিত্ত জাতিভেদ হইয়াছে এবং কোন্ সময় অবধিই বা অসবর্ণে বিবাহ, অসবর্ণের অন্নগ্রহণ রহিত হইয়াছে ইহা বিলক্ষণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিবেন, তাবৎকাল পর্য্যন্ত এই কলহের বিরহ হইবে না, সুতরাং দেশোন্নতিরও প্রত্যাশা নাই। অতএব জাতিবিষয়ে ভ্রান্তগণের ভ্রান্তি ভঞ্জন করিতে জাতিভেদের বিষয় যৎকিঞ্চিৎ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

সংপ্রতি এতদ্দেশীয় কতিপয় কৃতবিদ্য যুবক আপন আপন বিদ্যাবুদ্ধির কৌশল দ্বারা স্থির করিয়াছেন "জাতিভেদদ্বারা বাণিজ্য বিশৃঙ্খলা, ১ অকালমৃত্যু, ২ বহুবিবাহ, ৩ আত্মাভিমান, ৪ চিররোগিত্ব, ৫ বাল্যবিবাহ, ৬ জাতিহিংসা ও পরহিংসা, ৭ জ্ঞানোন্নতির ব্যাঘাত, ৮ রাজনীতির বিশৃঙ্খলা, ৯ বিদ্রোহিতা, ১০ ধর্ম্মলোপ, ১১ দলাদলি, ১২ প্রভৃতি হইতেছে, এতদ্দেশীয় লোকসমাজে যে কিছু

অনিষ্ট দেখা যায় তাহার মূলকারণই জাতি-ভেদ অথবা অন্নচ্ছেদ"।

বস্তুতঃ আমরা অশেষ প্রকার বিচার করিয়া দেখিলাম এতদ্দেশে জাতিভেদ দ্বারা মঙ্গল ভিন্ন পূর্ব্বোক্ত দোষসমূহের কিছুই হইতেছে না। প্রথমতঃ (১ বাণিজ্য বিশৃঙ্খলা জাতিভেদ দ্বারা হইতেছে একথা গ্রাহ্য যোগ্যই নহে। বাণিজ্য কার্য্য করিতে অর্থ, সাহস, বহুদর্শিত, অনলসতা, অধ্যবসায়, শিল্পনৈপুণ্য, বিশ্বাসিতা, এই কয়েক বিষয়েরই আবশ্যক করে, জাতির সঙ্গে বাণিজ্য কার্য্যের বাধ্যবাধকতা কিছুই নাই। যাবৎ পর্য্যন্ত এতদ্দেশে বাণিজ্য প্রয়োজনীয় পূর্ব্বোল্লিখিত কতিপয় বিষয়ের উন্নতি না হইবে জাতিভেদ না থাকিলেও তাবৎ কাল মধ্যে বাণিজ্যের উন্নতি হইবে না।

অদূরদর্শী মুসলমানেরা হিন্দুদিগের ন্যায় জাতিবিচার ও অন্নবিচার করে না, তাহারা কি বাণিজ্য কার্য্যে নিপুণ হইয়াছে? সংপ্রতি ইউরোপ খণ্ডে ও আমেরিকাখণ্ডে

যদিচ বাণিজ্যের সমধিক উন্নতি দেখা যায়, কিন্তু তদ্দেশে জাতিভেদ না থাকাই যে তাহার কারণ একথা বলা যায় না। যখন যে দেশে সভ্যতার বৃদ্ধি হয় তখনই তদ্দেশে বাণিজ্য, শিল্প, কৃষিকর্ম্মের উন্নতি থাকে। অসভ্য দেশে তাদৃশী উন্নতি থাকে না। শ্বেতপুরুষগণ যে সময়ে বন্য পশুর ন্যায় বিচরণ করিতেন তৎকালেও ইঁহারা জাতি ভেদ স্বীকার করিতেন না কিন্তু তখন বাণিজ্য শৃঙ্খলাও কিছু ছিল না। ইঁহারা ক্রমশঃ সভ্যতা সোপানে আরোহণ করিয়া বাণি-জ্যের উন্নতি করিয়াছেন, ঐ বাণিজ্য হই-তেই তাঁহাদের দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে।

কোন সময়ে ভারতবর্ষেও বাণিজ্যের সুশৃঙ্খলা ছিল, হিন্দুরাও নানাদেশ পর্য্যটন দ্বারা বহুবিধ অর্থ ও দ্রব্য আহরণ করিয়া ভারত লক্ষ্মীকে প্রবীণা করিয়াছিলেন। সিং-হলদ্বীপ, ইন্দুদ্বীপ, চীন, তাতার, তিব্বত প্রভৃতি ইঁহাদের অগম্য ছিল না। তৎকা-লেও ত এদেশে জাতিভেদ ছিল।

সংপ্রতি ভারতবাসিগণ আলস্য, ভীরুতা প্রভৃতি অবলম্বন করিয়াই বাণিজ্য শিল্পাদি শুভ কর্ম্মে পরাঙ্মুখ হইয়া ক্রমশঃ দীনতা প্রাপ্ত হইতেছে। যদি পুনর্ব্বার ভারতের সভ্যতাসূর্য্যের উদয় হয়, আলস্য ও ভীরুতা অন্ধকার দূর হয় ও শিল্পগুলিলের সঞ্চার হইতে থাকে, তবে অবশ্যই বাণিজ্যকোকনদ প্রস্ফুটিত হইবে সন্দেহ নাই।

জাতিভেদ দ্বারা বাণিজ্যের অণুমাত্রও ব্যাঘাত হয় নাই ও হইবে না, সংপ্রতি কেবল সমুদ্রপোতের অভাব, এবং তৎচালনার অশিক্ষা, অর্থের ক্রটি, ভীরুতা, ইহারাই বাণিজ্যের বাধক হইয়াছে। যদি ঐ সকল বিষয়ের সুবিধা হয়, তবে আমাদের দেশান্তরে যাইয়া বাণিজ্য করিতে বাধা কি?

( ২ ) জাতিভেদ দ্বারা অকালমৃত্যু হয়, একথা যুক্তিশাস্ত্র সম্মত নহে। যদি জাতিভেদকেই অকাল মৃত্যুর কারণ বলিয়া স্বীকার করা হয় তবে মেঘ, বায়ু, জল, অগ্নি,

লৌহ, বৃক্ষ প্রভৃতিকেও অকাল মৃত্যুর কারণ বলা যাইতে পারে!

(৩) জাতিভেদ বহু বিবাহের কারণ একথাও নিতান্ত অলীক। আমরা দেখিতেছি যাহারা জাতিভেদ স্বীকার না করে, তাহারাও বহুবিবাহ করে এবং যাহারা জাতিভেদ স্বীকার করে তাহারাও বহুবিবাহ করে না। স্বেচ্ছাচারী অপরিণামদর্শী যবনেরা জাতিভেদ মানে না কিন্তু তাহারা বহুবিবাহ করিতেও ত্রুটি করে না। এক এক জন বাদশাহ শতাধিক বিবাহ করিয়াছেন। আফ্রিকা দেশীয় খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী নর্ম্মণ জাতির মধ্যেও বহুবিবাহের প্রথা প্রচলিত আছে। জুলস্ রেমি এক স্থানে লিখিয়াছেন " তিনি এক দিবস নর্ম্মণ জাতীয় একটী স্ত্রীলোকের নিকট বহুবিবাহ বিষয়ক প্রসঙ্গ উপস্থিত করিলে ঐ স্ত্রীলোক বাইবেল অবলম্বন করিয়া বিচার আরম্ভ করিলেন। বহু বিবাহকারী এব্রাহাম, যেকব, সল, ডেবিড্ প্রভৃতি বাইবেল কথা পুরুষদিগের উ-

দাহরণ প্রদর্শিত হইল। রেমি এব্রাহাম প্রভৃতিকে পুরাণ বাইবেলের কথা পুরুষ বলিয়া আপত্তি উত্থাপন করিলে পর উক্ত স্ত্রীলোক উত্তর করিলেন নূতন বাইবেলেও বহুবিবাহের নিষেধ নাই। আরো তিনি বলেন নৈসর্গিক নিয়মের অনুসরণ করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলেও এক ব্যক্তির বহুসঙ্খ্যক স্ত্রীর পাণিগ্রহণ প্রতিসিদ্ধ হয় না। অন্যান্য খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী স্ত্রীদিগের মধ্যে দৃষ্ট হয় অনেকে মনোমত পতিলাভ না হওয়াতে হয় অনূঢ়াবস্থা থাকে, নয় ব্যভিচারিণী হইয়া যায়। কিন্তু বহুবিবাহের প্রথা থাকিলে এরূপ ঘটনা সম্ভব হয় না। তিনি এই প্রকার বহু প্রমাণ দর্শাইয়া বহুবিবাহ উচিত প্রতিপন্ন করাইলেন"।

হিন্দুদিগের মধ্যেও কোন কোন সুসভ্য সমাজে এমন নিয়ম আছে তাহারা বহুবিবাহ করেনা। গয়া ক্ষেত্রে গয়ালিদিগের একাধিক দার পরিগ্রহের প্রথা নিন্দনীয় ছিল। বঙ্গদেশেও কেবল কুলীন মহাত্মা-

রাই বহুবিবাহ করেন তদ্ভিন্ন বৈদিক কিম্বা বংশজ ব্রাহ্মণেরা ঐ দুষ্কর্ম্মের অনুগামী হয় না এবং বৈদ্য শ্রেণীর কিম্বা শূদ্রশ্রেণীর কুলীনেরাও বহুবিবাহ করে না। কিন্তু ইহারা সকলেই জাতিভেদ স্বীকার করে।

বস্তুতঃ বর্ত্তমান বহু বিবাহ প্রভৃতি কুনিয়ম সকল অসভ্যতার বৃদ্ধি হওয়াতেই প্রচার হইয়াছে, সভ্যতার বৃদ্ধি হইলেই সুতরাং ঐ কুনিয়ম সকল উচ্ছন্ন হইবে। নচেৎ কেবল জাতিভেদ রহিত হইলে যে বহুবিবাহের নিবারণ হইবে বিশ্বাস কি? বরং জাতিভেদ না থাকিলে ধনমত্ত অজ্ঞান কামুকগণের বহুবিবাহ প্রবৃত্তি বলবতী হইবে সন্দেহ নাই। বহুবিবাহ নিবারণের নিমিত্ত অন্যান্য দেশের ন্যায় এতদ্দেশে রাজনিয়ম কিম্বা সামাজিক নিয়ম কিছুই নাই, সুতরাং মনুষ্যের সভ্যতার বৃদ্ধি না হইলে কোন মতে বহুবিবাহ নিবারণ হইবে না।

৪। জাতিভেদ আত্মাভিমানের কারণ, এ কথা কি বিবেচক ব্যক্তিরা বলিতে পারে

যখন আমরা দেখিতেছি যাহারা অতিনি-কৃষ্টজাতি এবং জাতিভেদ স্বীকার না করে তাহাদিগেরও আত্মাভিমান আছে। তখন একথা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে জাতি-ভেদ আত্মাভিমানের কারণ? আত্মাভিমান শূন্য ব্যক্তি কোথায়? সকল দেশীয় সমুদয় লোকেই আত্মাভিমানী। যাঁহার আত্মাভি-মান নাই তিনি অসাধারণ সাধু পুরুষ এবং তিনি বিনয় বাসনা শূন্য। ঈদৃশ লোক অতি বিরল।

৫। জাতিভেদ চিররোগিত্বের কারণ এ কথা শুনিয়া কোন মতেও হাস্য সম্বরণ করা যায় না, যদি নিকৃষ্টের কন্যা বিবাহ, হোটেলের অন্ন ভক্ষণ, বাবুর্চির পক্কান্ন ভক্ষণ করিলেই নিরোগী হওয়া যায়, তবে বিলাতে চিকি-ৎসা বিদ্যার কিছু মাত্র চর্চ্চা থাকিত না।

৬। জাতিভেদ বাল্য বিবাহের কারণ এ কথা কি যুক্তি সঙ্গত? চীনদেশে বাল্য বিবাহ প্রচার আছে, মুসলমানদিগের মধ্যেও বাল্য বিবাহ আছে, তাহার কারণ কি জাতিভেদ

বলিতে হইবে ? হিন্দুদিগের মধ্যেও অর্থাৎ যাহারা জাতি বিশেষের গৌরব করে তাহাদিগের মধ্যেও কোন কোন দেশে বাল্য বিবাহের প্রথা নাই। গুজরাট দেশে রজঃপুত ও কাটি এই দুই প্রধান সম্প্রদায় আছে, অন্যান্য হিন্দুদিগের মত ইহারা অতি শৈশব অবস্থায় কন্যাদিগের বিবাহ দেয়না। কন্যার অন্ততঃ ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম না হইলে বিবাহ দিবার রীতি নাই। এবং মনিপুরেও বাল্য বিবাহ আদরণীয় নহে।

এই হিন্দুস্থানে বহুকালাবধিই জাতিভেদ প্রচলিত আছে, কিন্তু বাল্য বিবাহ বহুকালাবধি প্রচলিত নাই। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র মনুতে লিখিত আছে, (*) ত্রিংশদ্বর্ষীয় পুরুষ দ্বাদশ বর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করিবে, চতুর্বিংশতিবর্ষীয় পুরুষ অষ্টবর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করিবে। বর্ত্তমান

(*) ত্রিংশদ্বর্ষোবহেৎকন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশ বার্ষিকীং।
ত্র্যষ্টবর্ষোহষ্ট বর্ষাং বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ॥
মনু

কালে দশবর্ষীয় কিম্বা দ্বাদশ বর্ষীয় বালকের বিবাহ প্রথা কেবল অবিবেচক ব্যক্তিরাই প্রচলিত করিয়াছে, বাস্তবিক জাতিভেদ উপলক্ষ করিয়া ঐ দুর্নিয়মের প্রচার হয় নাই।

৭। জাতিভেদ দ্বারা জাতিহিংসা ও পরহিংসা হইতেছে, ইহা অপক্ষপাতী সুবিবেচকগণ বলিতে পারেন না। যখন আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি কোন কোন ইংরাজের সঙ্গে কোন কোন হিন্দুর ঈদৃশ প্রণয় আছে যে স্বজাতির সঙ্গেও তাদৃশ প্রণয় সম্ভব হয় না এবং ইংরাজ কিম্বা হিন্দুগণের স্বস্বজাতির মধ্যেও ঈদৃশ বৈরভাব আছে যে অন্য জাতির সঙ্গেও তাদৃশ বৈরভাব নাই। তখন কি প্রকারে বলা যাইতে পারে জাতিভেদই জাতিহিংসা ও পরহিংসার কারণ?

বাস্তবিক যে সকল মনুষ্য অদূরদর্শী, অবিবেচক, স্বার্থপর, ঈদৃশ মনুষ্যের হিংসাদোষ সর্ব্বত্রই বিরাজমান দেখাযায়। যাহারা

বহুদর্শী, সুবিবেচক, অপক্ষপাতী, দয়াশীল তাহাদিগের কিছুতেই হিংসা নাই।

৮। জাতিভেদ দ্বারা জ্ঞানোন্নতির ব্যাঘাত হয় একথা কি জ্ঞানিগণেরা বলিয়াছেন? জাতিভেদ না থাকিলেই যদি জ্ঞানোন্নতি হয়, তবে মালয়, আনাম, লেয়স প্রভৃতি দেশ বাসিগণ নিতান্ত অসভ্য থাকিত না। মুসলমানেরাও পরম ধার্ম্মিক ও পরম জ্ঞানী হইত এবং ইউরোপ খণ্ডের সমুদায় লোকই সুসভ্য হইত।

অপিচ একথা সকলেই স্বীকার করিবেন কোন সময়ে ভারতবর্ষেও জ্ঞানের সমধিক উন্নতি ছিল। এমন কি এদেশে যাদৃশী জ্ঞানোন্নতি হইয়াছিল অদ্য পর্য্যন্ত তাদৃশী জ্ঞানোন্নতি কুত্রাপি হয় নাই। কিন্তু সে সময়েও এদেশে জাতিভেদ প্রবল ছিল।

৯। জাতিভেদ দ্বারা রাজনীতির বিশৃঙ্খল হয় নাই। রাজনীতির বিশৃঙ্খলা কেবল রাজপুরুষগণের অনবধানতা দ্বারাই হইয়া থাকে। চীন, তাতার, তিব্বত, তুরুষ্ক, ইউ

রোপ প্রভৃতি দেশেও রাজনীতির বিশৃঙ্খলা আছে। ভারতবর্ষে কেবল অন্নবিচার পরিত্যাগ ও নিকৃষ্টের কন্যা বিবাহ করিলেই যে রাজনীতির সুশৃঙ্খলা হইবে বিশ্বাস কি? সংপ্রতি ভারতবর্ষের অনেকেই নূতন ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া বিজাতি হইয়াছেন, কোথায় তাঁহাদিগের প্রতি কি রাজনীতির সুশৃঙ্খলা হইয়াছে?

১০। জাতিভেদ বিদ্রোহিতার কারণ একথা নিতান্ত অমূলক। কেবল জাতিভেদ বিদ্রোহিতার কারণ হইলে রোম ও গ্রীশ দেশের ভগ্নাবস্থা হইত না। আমেরিকাতে যুদ্ধ হইত না। চীনদেশে বিদ্রোহিতা হইত না। ইউরোপের স্থানে স্থানে বিবাদানল প্রবল হইত না এবং ভারতবর্ষের পুরাতন রাজা রামচন্দ্র প্রভৃতির সময়ে অর্থাৎ যাহাদিগের শাসনে জাতিভেদ প্রবল ছিল, তৎ কালেও ঘোরতর বিদ্রোহিতা উপস্থিত হইতে পারিত।

১১। জাতিভেদ দ্বারা ধর্ম্মলোপ হয় একথা কেবল ধর্ম্মদ্বেষীরা বলে। ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা

বলিতে পারে না। বিবেচনা করিয়া দেখিলে জাতিভেদ দ্বারা সৎকর্ম্মের উৎসাহ, অসৎ কর্ম্মের তিরস্কার, দুষ্কর্ম্মের নিবারণ প্রভৃতি ধর্ম্মের বৃদ্ধিই হইতেছে। বরং জাতিভেদ না থাকিলে পরস্পর অসৎ সংসর্গদ্বারা অধর্ম্ম বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভব।

১২। জাতিভেদ দ্বারা দলাদলি হয় না। বরং জাতিভেদ স্বীকার না করাতেই দলাদলির পুষ্টি বৃদ্ধি হইতেছে। আধুনিক সভ্যাভিমানিগণ যদি জাতিভেদ স্বীকার করেন তবে জাতি উপলক্ষে দলাদলির সম্ভব কি?

এইক্ষণ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে জাতিভেদ যুক্তিসঙ্গত কি না এবং জাতিভেদ দ্বারা এতদ্দেশে বিশেষ কি উপকার হইয়াছে, জাতিভেদ না থাকিলেই কি দোষ হইতে পারে?

এই সকল কথার বিচার করিতে হইলে আদৌ ইহাই বিচার্য্য যে জাতিশব্দের অর্থ কি? এবং প্রাণিগণ কি প্রকারে পৃথক পৃথক জাতিভুক্ত হইয়াছে?

বিবেচনা দ্বারা স্থির হইয়াছে জাতিশ-
ব্দের অর্থ শ্রেণী, এবং প্রাণিগণ স্ব স্ব
প্রকৃতি ও আপন আপন কর্ম্মদ্বারা পৃথক্
পৃথক জাতিভুক্ত হইয়াছে এবং যিনি যে
জাতিতে জন্মিয়াছেন তিনি যাবৎ পর্য্যন্ত
বিজাতীয় ধর্ম্ম অবলম্বন না করেন তাঁহাকে
তাবৎকাল পর্য্যন্ত অন্য জাতি বলা যায় না।

বর্ণাশ্রম ও অপরাপর শাস্ত্রকারীগণ
পরস্পর বাক্যার্থানুসারে। ছিন্নভেদী চতুষ্পদ
লোমশ প্রাণিগণকে পশুজাতি বলা যায়;
চতুষ্পদহীন লোমাচ্ছাদিত শরীর বিশিষ্ট
প্রাণিগণকে সর্পজাতি বলা যায়। দ্বিপদ ও
পক্ষবিশিষ্ট প্রাণিগণকে পক্ষিজাতি বলা
যায়। এবং সত্ত্বগুণ বিশিষ্ট মনুষ্যেরা ব্রাহ্মণ
হইয়াছে, রজোগুণ বিশিষ্ট মনুষ্যেরা ক্ষত্রিয়
হইয়াছে ইত্যাদি—এই প্রকার এক শূদ্রজা-
তির মধ্যে যাহারা স্বর্ণ ও রৌপ্যের কর্ম্ম
করিয়াছে তাহারা স্বর্ণকার জাতি হইয়াছে,
যাহারা পুষ্পমালাদি বিক্রয় করিয়াছে
তাঁহারা মালাকার জাতি হইয়াছে, যাহারা

কুম্ভনির্ম্মাণ করে তাহারা কুম্ভকার জাতি হইয়াছে, যাহারা ক্ষৌরকর্ম্ম করে তাহারা নাপিত জাতি হইয়াছে। এই প্রকারে জাতি [illegible] । (শ্রেণী বিভেদ) [illegible] হয় না, অবশ্যই [illegible] । [illegible] ( [illegible] ) [illegible] এই [illegible] [illegible] পারিয়াছেন [illegible] ।

[illegible] [illegible] [illegible] । এবং [illegible] [illegible] [illegible] দেখিতেছি [illegible] সকল [illegible] মধ্যেই (জাতির মধ্যেই) পৃথক পৃথক শ্রেণী বিভেদের (জাতি বিভেদের) সৃষ্টি করিয়াছেন। যথা, এক বৃহৎ শ্রেণীর মধ্যেই নানা প্রকার পৃথক দেখা যায় এবং স্থানভেদে তাহাদের আ-স্বাদন ও রূপের বৈষম্য হয়। পশু, পক্ষী, বৃক্ষ প্রভৃতি সকলেরই এই প্রকার জাতি

(অর্থাৎ কৌশল) আছে। সাধারণ মনুষ্য শ্রেণীর মধ্যে (জাতির মধ্যে) যে পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণী বিশেষের (জাতিবিশেষের) সৃষ্টি করেন নাই, কিন্তু কোন প্রকার শ্রেণী হয় না। জগদীশ্বরের সৃষ্টিকৌশল মনুষ্য মধ্যে, কিন্তু কেবল মনুষ্য মানবরূপ শ্রেণীর অন্তর্গত (জাতির মধ্যেই) বিশেষ বিশেষ শ্রেণী বিশেষ (জাতি বিভাগ), বর্ণভেদাদিকের, এবং সাধারণ প্রাণী শ্রেণীদের (জাতিদের) পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণী বিশেষ (জাতি বিশেষ) কৌশলের অভাব নাই।

এমন কোন প্রাকৃতিক ভৌতিক পদার্থ নাই যে তন্মধ্যে কোন না কোন প্রকার প্রকারে পরস্পর জাতি বিভাগ (শ্রেণী বিভাগ) লক্ষিত না হয়। পরমেশ্বর সৃষ্টি কৌশলের নিমিত্তে প্রকৃতি মাত্রকেই পৃথক্ পৃথক্ করিয়াছেন, যথা ক্ষিতি জল অগ্নি বায়ু আকাশ ইত্যাদি। এবং সত্ত্ব রজঃ তমঃ প্রভৃতি; এবং শীত উষ্ণাদিগুণ, শ্বেত কৃষ্ণাদিবর্ণ, কটু অম্লাদিরস ইত্যাদি সকলই

পৃথক্। সুতরাং তদ্গুণধারী অন্যবস্তু সকল কোনমতেই অপৃথক্ হইতে পারে না। সেই সেই প্রকৃতি ও গুণ কর্ম্মাদিভেদে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি সমূহ হইলেই জাতি হয়। যেমন রসালফল সমুদায়কে রসাল জাতি বলে, এবং ইহারা প্রায়ই একসময়জাত, একসময় বিনাশী, ইহারা তুল্যতত্ত্ব ও তুল্য প্রকৃতি হইলেও সকলের তুল্য আস্বাদ ও তুল্য ন . ঘ্রাণ হয় না। অতএব সাধারণ রসাল জাতিতেও বিভিন্নস্বাদ অনুসারে ইত্যাদিরূপে শ্রেণী বিভাগ করিতে হয়। এই প্রকার বৃক্ষ, লতা, প্রস্তর, পক্ষী, পতঙ্গ, মৎস্য, পশু প্রভৃতি যে সকল বস্তু আমরা দর্শনকরি তাহাদিগের এক জাতির মধ্যেও পরস্পর বৈলক্ষণ্য দেখিতেছি। সুতরাং ঐ সকল সাধারণ জাতির মধ্যেও উৎকর্ষাপকর্ষস্বরূপ জাতিবিশেষ দ্বারা অবশ্যই পরস্পর অতুল্য জ্ঞান করিতে হইবে সন্দেহ নাই। তবে সাধারণ মনুষ্য জাতির মধ্যে যে পরস্পর বিসদৃশ জাতিবিশেষের স্থায়িত্বের অসত্ত

হইল—কোন মতেই বলা যাইতে পারে না ; বরং ইহাই নিশ্চয় বোধ হইতেছে ভগবান্ স্বয়ং স্রষ্টা, বর্ণ সমুদায়কে পৃথক্ পৃথক্ জাতি নিবদ্ধ (শ্রেণী নিবদ্ধ) করিয়াছেন।

আদিম ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত সমবায়ে জীব, পদার্থের উৎপত্তি হয়। মনুষ্যের শরীরের সহিতও ঐ পঞ্চভূত অর্থাৎ ক্ষিতি, জল, বায়ু [illegible] কারণ বলিতে হইবে সন্দেহ নাই। যে দেশে যাহার উৎপত্তি হয়, তদ্দেশীয় জল বায়ু, মৃত্তিকা প্রভৃতির গুণরূপই তাহার প্রকৃতি হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা আকৃতি, বর্ণ, বুদ্ধি, প্রবৃত্ত্যাদির পার্থক্য হয়। প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে ইউরোপবাসিগণের এক প্রকার স্বভাব ও আকৃতি, ভারতবর্ষীয়গণের পৃথক স্বভাব ও পৃথক আকৃতি। এই প্রকার ইহুদীয়, চীনান, আফ্রিকান্ প্রভৃতিরও ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব ও ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি দেখা যায়। ইহারা তুল্য স্বভাব এবং তুল্য আকৃতি কোন কালেই হইতে পারে না, সুতরাং ইংরাজ, বাঙ্গালি

ইউরোপীয়ান, আফ্রিকান, চীনান ইহারা পৃথক্ পৃথক্ জাতি ( পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণী ) রূপে পরিগণিত হইয়াছে। আফ্রিকান ও ইউরোপীয়গণকে কদাচ একজাতীয় বলা যায় না। ঈদৃশ মনুষ্য প্রায় নাই যে তাহাদিগের আকৃতি ও স্বভাব দ্বারা জাতি নির্দ্ধারিত হয় না।

অপিচ ইহাও প্রত্যক্ষ হইতেছে— ঈশ্বর কোন দেশীয় লোকদিগকে প্রা[illegible] ণয় মাংসাশী করিয়াছেন, [illegible] দেশীয় লোকদিগকে অতি সাহসী [illegible] বান্ করিয়াছেন, কোন দেশের ভূমি অতি উর্ব্বরা করিয়া তদ্দেশীয় লোকদিগকে উদ্ভিজ্জাশী করিয়াছেন, কোন দেশীয় লোককে শীতসহিষ্ণু, কোন দেশীয় লোককে উষ্ণতা সহিষ্ণু করিয়াছেন। যদি সকল মনুষ্যই সমান হইবে এরূপ তাঁহার অভিপ্রায় থাকিত তবে দেশভেদে মনুষ্যের প্রকৃতির ও অবস্থার বিভিন্নতা করিতেন না। বস্তুতঃ যখন জল, বায়ু, মৃত্তিকা প্রভৃতি শরীরারম্ভক বস্তু

সকলকে পৃথক্ পৃথক্ রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, অর্থাৎ বিলাতের জল, বায়ু, মৃত্তিকা যে প্রকার ভারতবর্ষের জল, বায়ু, মৃত্তিকা সেই প্রকার নাই। আফ্রিকা দেশীয় জল, বায়ু, মৃত্তিকা ঐ উভয় দেশীয় জল, বায়ু, মৃত্তিকা হইতে পৃথক্ ইত্যাদি কারণকৃত এতাদৃশ রহিয়াছে, তখন সমুদায় মনুষ্য সমান হওয়া জগদীশ্বরের অভিপ্রেত কোন মতেই বোধ হয় না। যদি সমুদায় মনুষ্যই সমান হইবে ইহা জগদীশ্বরের অভিপ্রেত হইত তবে সর্ব্বস্থানের জল, বায়ু, মৃত্তিকা প্রভৃতিও সর্ব্বত্র সমান হইত। যখন তিনি পৃথক্ পৃথক্ দেশে পৃথক্ পৃথক্ জল, বায়ু, মৃত্তিকাদির সৃষ্টি করিয়াছেন এবং পৃথক্ পৃথক্ দেশীয় লোকদিগকে ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি প্রকৃতি বিশিষ্ট করিয়াছেন, তখন অবশ্যই পৃথক্ পৃথক্ দেশীয়েরা পৃথক্ পৃথক্ জাতি হইবে সন্দেহ নাই এবং তাহা জগদীশ্বরের অভিপ্রেতই বোধ হয়।

কোন এক জন সাধারণ ইতিহাস লেখক

সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত লিখিয়াছেন "ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যের আকৃতি, গঠন, বর্ণ এবং স্বভাবের বৈলক্ষণ্য হয় এবং ঐ লক্ষণ সকল দৃষ্টে [illegible] জাতিভেদ [illegible]। [illegible] এই [illegible] ভেদের কারণ [illegible] অনুসন্ধান করিয়াছেন কিন্তু আমাদের অভিমতে [illegible] নাই। [illegible] দেশ, [illegible] এবং [illegible] মনুষ্যের এই শারীরিক [illegible] [illegible] অতএব [illegible] ভিন্ন [illegible] [illegible] স্বীকার করেন। [illegible] মনুষ্যগণকে পঞ্চ প্রধান জাতিতে বিভক্ত করিয়াছেন"। এতদ্বিষয়ের উদাহরণ [illegible] যোর প্রাকৃতিক ইতিবৃত্তে বিস্তারিত লিখিত আছে।

এই স্থলে আর একটী উদাহরণ না লিখিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। ভারতবর্ষের অন্তঃপাতি আরাকান নামক এক

প্রসিদ্ধ [illegible] আছে।" এই প্রদেশ মহারাষ্ট্রীয়দিগের আদিম স্থান। ব্রাহ্মণ জাতি ভিন্ন আর সকল মহারাষ্ট্রীয়েরাই খর্ব্বাকার ও কদাকার। তাহাদের মানসিক প্রবৃত্তিও শরীরাপেক্ষা অধিক সুন্দর নহে। ব্রাহ্মণজাতি গৌরাঙ্গ ও পরম সুন্দর। অপরাপর জাতি কৃষ্ণ অথবা তাম্রবর্ণ এবং প্রায়ই দুর্ব্বল শরীর; তাহারা প্রায় সকলেই প্রতারক, নিষ্ঠুর, বিশ্বাসঘাতক ও পরদ্রব্যাপহারক। আকৃতি ও স্বভাব দ্বারাই তদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ জাতি ও অন্যান্য জাতিকে জানা যায়। সুতরাংই জাতিভেদ পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নহে এই এক মুক্ত কণ্ঠে উল্লেখ করা অবিবেচক ব্যক্তির কর্ম্ম নহে।

ফলতঃ যখন আকৃতি, প্রকৃতি, আচারাদি দ্বারা আমরা (হিন্দুরা) বিদেশীয়গণ হইতে এবং নিকৃষ্ট সম্প্রদায় হইতে পরস্পর পৃথক্ শ্রেণীভুক্ত হইয়াছি, তখন তদ্দেশীয় লোকের সহিত কিম্বা নিকৃষ্টের সহিত আহারাদি অথবা বিবাহাদি সম্বন্ধ নিবন্ধ-

করা আমাদিগের কোন মতেই কর্ত্তব্য হয় না।

এইক্ষণে পাঠকগণের মনে এই এক সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে জাতিভেদ (শ্রেণীভেদ) যদি পরমেশ্বরের অভিপ্রেত হইত কিম্বা যুক্তি সঙ্গত হইত তবে ভারতবর্ষের ন্যায় অন্যান্য দেশেও অবশ্যই জাতিভেদ থাকিত। অর্থাৎ পরমেশ্বর অন্যান্য দেশে শ্রেণী নিবদ্ধ না করিয়া কেবল ভারতবর্ষেই শ্রেণী নিবদ্ধ করিয়াছেন কিম্বা অন্যান্য দেশে শ্রেণী বিভাগ যুক্তি সঙ্গত না হইয়া কেবল ভারতবর্ষেই যুক্তি সঙ্গত হইয়াছে এ কথা কোন মতেই বিশ্বাস করা যায় না।

বিশ্বাধার নির্ব্বিকার পরমেশ্বর সাক্ষাৎকার হইয়া কোন দেশেই শ্রেণী বিভাগ করেন নাই এবং কাহারো নিকট আপন অভিপ্রায়ও ব্যক্ত করেন নাই, তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে নৈসর্গিক নিয়ম দ্বারা যে সকল ঘটনা হয় তাহাই পরমেশ্ব

বর. অভিজ্ঞত, এবং নব্য সমাজের সঙ্গত হয় ও বহু জ্ঞানিগণ অভিজ্ঞতার দ্বারা যাহা উচিত বিবেচনা করেন এবং আচরণ করেন তাহাই সর্বসাধারণের জ্ঞানময় সম্প্রদায়ের অভিজ্ঞতা এবং যুক্তিসঙ্গত স্বীকার করিতে হইবে সন্দেহ নাই। নৈসর্গিক নিয়ম দ্বারা পরস্পর শ্রেণী বিভাগ সর্বদেশে সেই জন্মাবধি রহিয়াছে এবং পরস্পর শ্রেণী বিভাগের দ্বারা সমাজের উন্নতি এবং স্বীয় জাতি সেইজন্যই বলিতেছি হইতেছে কি এমন কোন সমাজ দেশ নাই যে তাহাতে কোন না কোন প্রকার শ্রেণী বিভাগ নাই। যথা ইউরোপ খণ্ডে রোমক, গ্রীক, তুরস্ক, ফরাসীস, পর্তুগীজ ওলন্দাজ প্রভৃতি ইংরাজদিগের সকল দেশে আমীর ও গরীব জাতি আছে। " ইরাণ দেশেও নানাজাতি বসতি করে তন্মধ্যে তাজিক ও উজবেক নামে দুটী সম্প্রদায় ইংরাজাক্রান্ত সাহজী ও পরিশ্রমী,,। চীন, তাতার দেশেও কুলমক, মোগল, মান্দজুর

ই সকল ভিন্ন ভিন্ন জাতি [illegible] আছে। অষ্ট্রেলিয়াতেও নানা প্রকার জাতি আছে। এই দেশের আদিম নিবাসিগণ অতি অসভ্য। এই দেশে সাঁওতাল নামে এক জাতি আছে, তাহাদের স্ত্রীলোকেরা স্বামীর মৃত্যু হইলে সহমৃতা হয়, কিন্তু ব্রিটিশ [illegible] এই প্রথা [illegible]।

আমেরিকার প্রত্যেক প্রদেশে [illegible] এবং [illegible] মুসলমান [illegible] সর্ব্ব প্রকারেরই আছে।

[illegible] ভিন্ন ভিন্ন [illegible] রীতি পরস্পর বিভিন্ন। আসিয়া [illegible] নানা জাতি [illegible] ভাষা ও আচার ব্যবহার পরস্পর বিভিন্ন। সুইডেন দেশে সুইড্ ও ল্যাপ নামক ভিন্ন ভিন্ন জাতি বসতি করে। এই প্রকার সকল দেশেই ভিন্ন ভিন্ন জাতি আছে, ইহাদের সকলেরই আচার, ব্যবহার, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি সকলই পৃথক্। এবং ইহার মধ্যে কোন

কোন সম্প্রদায় এমতও আছে যে, তাহারা অন্য সম্প্রদায়কে নিতান্ত ঘৃণা করে এবং অন্য সম্প্রদায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট হইতে ইচ্ছা করে না।

এই স্থলে অনেকে এই আপত্তি করিতে পারেন অন্যান্য দেশে যদিও ভিন্ন ভিন্ন জাতি বসতি করে কিন্তু হিন্দু স্থানে যে প্রকার জাতিভেদ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, শূদ্রের কন্যা বিবাহ করেন না এবং আহার গ্রহণ করেন না, শূদ্র, ব্রাহ্মণের কন্যা বিবাহ করিতে পারে না, এই প্রকার জাতি ভেদ আর কোথাও নাই। তবে আমরা ( হিন্দুরা ) কেন সকলেই সকলের অন্ন গ্রহণ করি না, ও সকলে সকলের কন্যা বিবাহ করি না ?

উত্তর।

জাতিভেদকে এক প্রকার দেশের সভ্যতার চিহ্ন বলিলেও বলা যাইতে পারে। যে দেশের যখন উন্নতি হয়, যখন সভ্যতার বৃদ্ধি হইতে থাকে, যখন মনুষ্যদিগের স্ব স্ব ধর্ম্মে অনুরাগ ও দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে তখন

জাতিভেদ ( শ্রেণীভেদ ) অবশ্যই হয় যেহেতু মনুষ্যের যেমন আকৃতি প্রকৃতি গুণ বংশ পরম্পরা ক্রমে জাতি প্রাপ্ত হইয়াছে তেমন আচার ব্যবহার দ্বারাও জাতি প্রাপ্ত হইয়াছে। যাহারা সৎকর্ম্মাবলম্বী তাহারা উত্তম জাতি ( উত্তম শ্রেণী ) যাহারা কুকর্ম্মাবলম্বী তাহারা অধম জাতি ( নিকৃষ্ট শ্রেণী ) এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। সৎকর্ম্মের সংস্কার ও অসৎ কর্ম্মের নিবারণ সভ্য ব্যক্তিরাই করিয়া থাকেন এবং অসৎ সংসর্গ হইতে নিবৃত্ত থাকা সভ্যতারই চিহ্ন। সদসৎ বিবেচনা করা এবং সদসতের পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণী নিবদ্ধ করা সভ্যতারই ধর্ম্ম।

মনুষ্যের প্রথম সৃষ্টি হওয়া মাত্রই জাতিভেদ ছিল না। যেহেতু জন্মিবামাত্রই তাহাদের সভ্যতার উন্নতি হয় নাই। ক্রমে ক্রমে লোকের সভ্যতার বৃদ্ধি হইয়া সদসৎ কর্ম্মের বিবেচনা হইয়াছে, তদনুসারে জাতিভেদ ( শ্রেণীভেদ ) ও হইয়াছে। যে পর্য্যন্ত ম

যেরূপ ঝগড়া থাকে, সদসৎ বিবেচনা করিতে না পারে তাবৎ পর্য্যন্তই তাহারা সকল সমান জ্ঞান করে কিন্তু বিবেচনা শক্তি জন্মিলে আর তদ্রূপ জ্ঞান থাকে না।

বর্ত্তমান সভ্য শ্বেতপুরুষেরা যে সময়ে [illegible] অসভ্য ছিলেন, উত্তম অধম কিছুই বিবেচনা ছিল না, খাদ্যাখাদ্যের বিচার ছিল না, বসন ভূষণেরও পারিপাট্য ছিল না, তখন ইঁহারা সকলেই সমান ছিলেন অর্থাৎ ইঁহাদিগের মধ্যে [illegible] ছিল না। কালক্রমে ইঁহাদের সৌভাগ্যের উদয় হওয়াতে সভ্যতার বৃদ্ধি হইতেছে, ভাল মন্দ বোধ হইয়াছে, উৎকর্ষ অপকর্ষের জ্ঞান হইয়াছে, এখন দেখি ইঁহাদের মধ্যেও উত্তম অধম শ্রেণী নিবদ্ধ হইতেছে। যতই সভ্যতার বৃদ্ধি হইবে, উত্তম অধম বিবেচনা হইবে, ততই শ্রেণী নিবদ্ধ হইবে সন্দেহ নাই।

ইদানীং বিলাতেও রোমান কাথলিক্, প্রোটেষ্টেণ্ট প্রভৃতি দলবদ্ধ হইতেছে, বিলা-

তের ভদ্র ও মানি সন্তানেরা এখন আর নিকৃষ্টের সহিত সংসর্গ ও সম্বন্ধাদি করেন না। এমন কি যাঁহারা মানবকুলের আদি সভ্য ছিলেন, কাল ক্রমে সেই হিন্দুদিগের সহিতও সম্বন্ধাদি ব্যবহার করিতে বিলাতে মানী লোকেরা ঘৃণা করেন।

মুসলমানেরাও যে সময়ে উন্নতির সোপানে আরোহণ করিয়াছিল, যে সময়ে তাহাদিগের ধর্ম্মানুরাগ বৃদ্ধি হইয়াছিল, সে সময়ে তাহারাও নিকৃষ্ট শ্রেণী কিম্বা অন্য ধর্ম্মাবলম্বিগণকে ঘৃণা করিত। মুসলমানদিগের মধ্যেও উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট আছে তাহাদিগের মধ্যেও কুলাকুল আছে। বিধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুজাতিকেও তাহারা কাফর বলিয়া ঘৃণা করে। অদ্য পর্য্যন্তও মুসলমানবংশের ভদ্রসন্তানেরা হিন্দুজাতির অন্ন গ্রহণ করে না এবং তাহাদের স্বশ্রেণীর মধ্যে মাইফরাস প্রভৃতি যে কএক নিকৃষ্ট শ্রেণী আছে তাহাদিগের সহিতও আহার ব্যবহার সম্বন্ধাদি করে না। এই প্রকা-

জাতি ভেদ ( শ্রেণী ভেদ ) সর্ব্বত্রই আছে। ফলতঃ স্বধর্ম্মানুরাগিতা ও সভ্যতার বৃদ্ধি হইলে অবশ্যই শ্রেণী ভেদ হইয়া থাকে।

যে দেশে যতদূর সভ্যতার বৃদ্ধি হয় সেই দেশে ততদূর জাতিভেদের প্রাচুর্য্য হয়। [illegible] ই পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষীয় হিন্দুগণেরাই প্রাচীন সভ্য, সুতরাং ভারতবর্ষেই প্রথম জাতিভেদ হয়। ভারতবর্ষই সভ্যতার আদিস্থান ছিল, জাতি ভেদের প্রাচুর্য্যও এই দেশেই [illegible] এই দেশে [illegible] এখানে জাতি এবং নিম্ন শ্রেণী সকল উভয় কঠিন যে এক জাতি অন্য জাতির অন্ন গ্রহণ কিম্বা পাণিগ্রহণ করিতে পারে না, করিলেও জাতিভ্রষ্ট হয়, অনেকেই এই কঠিন নিয়মে আপাততঃ অনেক দোষ দৃষ্টি করেন, কিন্তু কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলে উল্লিখিত নিয়ম দ্বারা সামাজিক মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল কিছু দেখা যায় না।

ভারতবর্ষে প্রচলিত জাতিভেদ আধুনিক নহে, যে সময়ে এদেশের সর্ব্বাধিক

উন্নতি ছিল—যে সময়ে সমুদায় ভূখণ্ড ঘোর মূঢ়তা তিমিরে আচ্ছন্ন ছিল—কিন্তু ভারতবর্ষে বিদ্যার সুনির্ম্মল আলোক কোন রূপেই নিষ্প্রভ ছিল না। তৎকালীয় তীক্ষ্ণমনীষা সম্পন্ন হিন্দুরা দর্শন শাস্ত্রের মত সকল উদ্ভাবিত করিয়া গিয়াছেন, অদ্যাপি ইউরোপীয়গণ তৎসমুদায় লইয়া আন্দোলন করে। যে সময়ে হিন্দুদিগের জ্যোতির্বিদ্যায় বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল—যে সময়ে তাঁহারা বিষুবৎ সংক্রান্তি বিষয়ক তত্ত্ব এবং গ্রহণের প্রকৃত হেতু অবগত ছিলেন—গ্রহগণনায় উৎকৃষ্ট সঙ্কেত উদ্ভাবিত করিয়া গিয়াছেন। তৎকালীয় বুধগণেরা কেহ কেহ মেরুদণ্ডের উপরে পৃথিবীর দৈনন্দিন আবর্ত্তন আবিষ্কার করিয়াছেন, এবং কেহ কেহ অপরিস্ফুটরূপে মাধ্যাকর্ষণেরও প্রসঙ্গ করিয়া গিয়াছেন। যে সময়ে হিন্দুরা রেখা গণিত শাস্ত্রের অনেক আবিষ্কার করেন, সেই সকলের কোন কোন তত্ত্ব কল্য কিম্বা পরশ্ব মাত্র ইউরোপে প্রকাশ হইয়াছে বলিলেও

হয়। যে সময়ে হিন্দুদিগের ত্রিকোণ মিতি শাস্ত্রে অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল, ঐ শাস্ত্রের বুৎপত্তি বিষয়ে ইউরোপের যাবতীয় বিদ্যার আদিম উদ্ভাবক গ্রীকজাতি যে সময়ে হিন্দুদিগের অপেক্ষা বিস্তর ন্যূন ছিল। এক্ষণে কি কৌতুকাবহ হইল, হিন্দুরা যে সকল তত্ত্ব নির্দ্ধারিত করিয়া গিয়াছেন খৃষ্টধর্ম্মের ষোড়শ শতাব্দের পূর্ব্বে ইউরোপে তাহার বিন্দু বিসর্গও জ্ঞাত ছিল না। তৎকালীয় হিন্দুরাই গণিতবিদ্যাতে দিগ্দিগন্তর ব্যাপিনী দশ গুণোত্তর অঙ্ক নিয়ম প্রণালীর উদ্ভাবন করেন। তৎকালীয় হিন্দুরা দর্শন ও গণিতে অদ্বিতীয় বুৎপত্তিশালী ছিলেন। এবং তর্ক ও শব্দ শাস্ত্রের বিশারদ ছিলেন, যাহাদিগের সংস্কৃত ভাষাকে সর্ব্বদেশীয় ভাষাবিৎ পণ্ডিতেরা ভূয়সী প্রশংসা করেন। যে সময়ে হিন্দুগণ দিগ্‌জয়ে নির্গত হইয়া সময়ে সময়ে চীন, তাতার, তিব্বত প্রভৃতি দেশে আপনাদিগের জয়পতাকা উড্ডীন করিতেন। যে সময়ে হিন্দুরা স্বজাতীয়

ভিন্ন সকলকে ম্লেচ্ছ বলিয়া অবজ্ঞা করিতেন। যে সময়ে হিন্দুদিগের অর্ণবযান সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপে নিয়ত গতায়াত করিত, অদ্যাপিও তাহার সন্নিহিত বালিদ্বীপে তাহার ভূরি নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। সে সময়ে হিন্দু মহিলারা অসূর্য্যম্পশ্যা ছিলেন না, যে সময়ে বাল্য বিবাহের প্রথা ছিল না তৎকালীয় সুসভ্য সূক্ষ্মদর্শী হিন্দুগণ দ্বারাই এই জাতি ভেদ প্রচার হইয়াছে। তাঁহারা জাতি ভেদ অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ইদানীং আমরা কেহবা ভারতবর্ষের ইতিহাস, কেহবা চারুপাঠ, কেহবা দুই একখান তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পাঠ করিয়াই অসাধারণ জ্ঞানবান্ পুরাতন পণ্ডিতগণকে ইষ্টুপিড্, ফুল, জ্ঞান করিয়া (ড্যাম্ হিণ্ডু শ্যাচ্টর্) (গুড্ নথিং জাতিভেড্) ইত্যাদি মুক্তকণ্ঠে বলিয়া বসিব, ইহা কোন মতেই উচিত হয় না। বরং ইহা দ্বারা কেবল অদূরদর্শিতা ও বালকতা প্রকাশ পায়।

অপিচ জাতিভেদ দ্বারা এতদ্দেশের উপকার ভিন্ন অনিষ্ট কিছুই হয় নাই। এক জন ইতিহাস-লেখক ইউরোপীয় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, "পূর্ব্বকালে হিন্দুস্থানে যাঁহারা জাতিভেদ নিয়ম প্রচলিত করিয়াছেন তাঁহারা অত্যন্ত দূরদর্শী ও সুবোধ মনুষ্য ছিলেন। যেহেতু হিন্দুস্থানে জাতিভেদ ও বর্ণভেদের নিয়ম সংস্থাপন দ্বারা সামাজিক নিয়মের যাদৃশী সুশৃঙ্খলা হইয়াছিল, সে তাদৃশী সুশৃঙ্খলা আর কুত্রাপিও নাই। যেহেতু মনুষ্যের নির্ব্বিঘ্নে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ ও সামাজিক নিয়ম সুশৃঙ্খলারূপে নির্ব্বাহ করিতে যে যে বিষয়ের আবশ্যক করে তত্তাবৎ বিষয়েরই শ্রেণীবদ্ধ দ্বারা নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়াছিল, তাহারা এমন পারিপাটীরূপে শ্রেণী বদ্ধ করিয়া যুক্তি নিয়ম করিয়াছে যে সামাজিক নিয়ম রক্ষা করিতে সমস্ত শ্রেণীই সকল শ্রেণীর অধীন অর্থাৎ পরস্পর সকলেই সকলের সাহায্য করিত, অথচ বাস্তবিক বিবেচনা কু-

রিয়া দেখিলে কেহই কাহারো অধীন নহে ; সকলেই স্বাধীনে থাকিয়া নির্ব্বিঘ্নে সন্তোষ পূর্ব্বক বৃত্তিনিয়ম রক্ষা করিত। যথা, ক্ষত্রিয়েরা প্রজাপালন ও রাজ্যের উৎপাত শান্তি করিত, বৈশ্যেরা বাণিজ্য, পশুপালন, কৃষিকর্ম্ম করিত, নাপিতেরা ক্ষৌর কর্ম্ম করিত, রজকেরা বস্ত্র ধৌত করিত, ব্রাহ্মণেরা ধর্ম্ম যাজন ও সামায়িক নিয়মের অবধারণ করিত, ইত্যাদি প্রকারে সামাজিক নিয়ম ও লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে যে যে বিষয়ের আবশ্যক করে, কেহ সেই বিষয়ের নিষ্কণ্টকে বণ্টক হইয়া পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণীতে ভারার্পণ ছিল। কেহ কারো বৃত্তির লঙ্ঘন করিতে পারিত না, যে শ্রেণীর যে কর্ম্ম কর্ত্তব্য ছিল তাহাদিগের পুরুষানুক্রমে তাহাই করিত এবং তাহারা একজাতি বিশেষ রূপে পরিগণিত হইত। ইহা নিশ্চয়ই ছিল যে নাপিত সন্তান ক্ষৌর কর্ম্ম করিবে, সে কদাচ ব্রাহ্মণের বৃত্তি অবলম্বন করিবে না, সুতরাং তাহার তদ্বিষয়েই নৈপুণ্য জন্মিত

এবং অন্যান্য কর্ম্মে প্রয়াস না করিয়া স্ব স্ব বৃত্তিরই উন্নতি করিত। এই প্রকার রূঢ় নিশ্চিত [illegible] ব্যবসায় দ্বারাই পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে সকল বিদ্যার উন্নতি ছিল। এই প্রকার শ্রেণী নিবন্ধ ও বৃত্তি নিয়ম প্রাক্কালেই ছিল, সম্প্রতি ক্রমেং কালাতিপাত করিয়াছে। যে দেশে এরূপ নিয়ম নাই, অর্থাৎ সকল বিষয়েরই বিশৃঙ্খলা, সেই দেশে সমাজের নিত্যান্ত সৌষ্ঠব নাই। বর্ত্তমান কালে ইউরোপীয়েরা সুসভ্যতাতে পরিচিত হইয়াছেন বটে, এবং আর সেখানে ধন, জনের ত্রুটি নাই। পরম শুভ সম্পাদন বাণিজ্য শিল্প কৃষিকর্ম্মেরও তদ্দেশে বিলক্ষণ উন্নতি আছে, কিন্তু ভারতবর্ষের ন্যায় নিয়মের শৃঙ্খলা নাই বিধায় তদ্দেশে ধনানুরূপ সুখ নাই। এই ভারতবর্ষীয়গণেরা ইউরোপীয়ান হইতে অপেক্ষাকৃত অল্পধন, অলস, ভীরু হইয়াও কেবল পূর্ব্ব নিবন্ধ সুশৃঙ্খলা দ্বারাই অনায়াসে সামাজিক সুখ লাভ করিতেছে।

প্রকারান্তরে একথা বলিলেও বলা যাইতে পারে, সৎকর্ম্মের উৎসাহ, অসৎ কর্ম্মের তিরস্কার কারণ ঋষিগণই পুরাণাদি শাস্ত্রেতে জাতি বিভেদ করিয়াছেন, এক্ষণে [illegible] উদ্দেশ্য [illegible] জাতিভেদ প্রথা [illegible] [illegible] অসৎকর্ম্মের [illegible] [illegible], সুতরাং [illegible] জাতিভেদ [illegible] না [illegible] ব্যক্তির পরস্পর [illegible] প্রচলিত আছে ; [illegible] [illegible] [illegible] জাতীয় [illegible] [illegible] গ্রহণ [illegible] কেন না বিধাতা কোন মতেই নিষ্ক্রিয় হই-তে পারে না। যদি আমরা উৎকৃষ্ট শ্রে[illegible] সম্মান না করি, সৎকর্ম্মে উৎসাহ না দি[illegible] তবে অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিরা কষ্ট স্বীকার সৎকর্ম্মে কেন প্রবৃত্ত হইবে? যদি আমরা অসৎ ক-র্ম্মের তিরস্কার না করি, অবনতী শ্রেণীকে ঘৃণা না করি অর্থাৎ চণ্ডালাদির সঙ্গে একত্র আহার ব্যবহার করি, চণ্ডাল ও ব্রাহ্মণে

তুল্য জ্ঞান করি তবে স্বল্পবুদ্ধি জনেরা আশু সুখকর অসৎ কর্ম্ম হইতে কেন নিবৃত্ত হইবে? সুতরাংই জাতিভেদ থাকা উচিত। বিশেষঃ পরমেশ্বরেরও এমত অভিপ্রায় নহে যে, সাধু সন্তানেরা অসতের সংসর্গ করিবে, বরং সৎসংসর্গই ঈশ্বরের অভিপ্রেত বোধ হয়। এক জন ধর্ম্মতত্ত্বানুসন্ধায়ী স্বকীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন।

"মানবগণের পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণীভুক্ত না হইয়া পরস্পরের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত থাকিলে বর্ণশঙ্কর অর্থাৎ ভ্রষ্টসন্তানের উৎপত্তি এবং উচ্চ বর্ণ, নীচের অন্ন ভোজন করিলে আপোর উত্তম গুণের হ্রাস হইয়া অসম্ভব প্রাপ্ত হওয়ার সম্ভব। যেহেতু বিশুদ্ধচিত্তজনে আহারাদির নিয়ম পরিত্যাগে যথেচ্ছাচারী হইলে মনের পূর্ব্বের মালিন্য হওয়ার সম্ভাবনা আছে। যেমন কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত লোকের পাককৃত বা পরিবেশিত অন্নাহারের সেই রোগাক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে। বিশেষতঃ উত্তম লোকের দৃষ্টান্তের

পিতা মাতার গুণই সন্তানে বর্ত্তে। যেমন শূল রোগীর সন্তান প্রায়ই শূল রোগী হয় এবং যাহার শরীরের রক্ত দুষ্ট হইয়াছে, প্রায়ই তাহার সন্তানের শরীরের রক্ত দুষ্ট হয়। দৈবাৎ কোন ব্যক্তি স্বীয় সাধন বলে সত্ত্বগুণাক্রান্ত হইতে পারেন, অবশ্যই তিনি মান্য হইবেন সন্দেহ কি? শাস্ত্রেও আছে ("চণ্ডালোপি দ্বিজশ্রেষ্ঠহরিভক্তিপরায়ণঃ।") এবং মনুর দশম অধ্যায়ের চতুঃষষ্ঠি শ্লোকে উক্ত হইয়াছে।

শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতিশূদ্রতাং।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাত্তথৈবচ॥

ব্রাহ্মণ শূদ্র এবং শূদ্রও ব্রাহ্মণ হয়, ক্ষত্রিয় শূদ্র এবং শূদ্রও ক্ষত্রিয় হয়, বৈশ্য শূদ্র এবং শূদ্রও বৈশ্য হয়। অতএব স্পষ্ট জানা যায় যে গুণের তারতম্যই বর্ণবিভেদের মূল। এবং তাহা সাধারণের হিত ব্যতীত কেবল ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের উপকারের নিমিত্ত হয় নাই।

কিন্তু বর্ত্তমানকালে যে সকল লোককে (নিকৃষ্ট সন্তানকে) উত্তম বিবেচনায় নব্য সম্প্রদায়েরা তাহাদিগের অন্ন গ্রহণ ও সংসর্গ করিতে যত্নশীল হইয়াছেন, বস্তুতঃ তাহারা কেহই অদ্য যাবৎ সাত্ত্বিক হইতে পারে নাই। জাতিভেদ স্বীকার না করিলে, খাদ্যাখাদ্যের বিচার না করিলে, হিন্দু-ধর্ম্মের নিন্দা করিলে, পিতা মাতা ত্যাগ করিলেই, কি সাত্ত্বিক হইতে পারে ?

অপিচ যদিচ এমত দেখা যাইতেছে যে কোন নিকৃষ্ট সন্তান দীর্ঘকাল বিজাতীয় শাস্ত্রপাঠ করিয়া বি, এ, এম্, এ, পাস করিয়াছে, সমাজে যাইয়া দীর্ঘ বক্তৃতা করে, হিন্দুধর্ম্মে কিঞ্চিন্মাত্রও বিশ্বাস নাই, যবনান্নগ্রহণেও বিলক্ষণ প্রবৃত্তি আছে ইত্যাদি বর্ত্তমান সভ্যতার যে সকল চিহ্ন সকলই আছে। কিন্তু তথাপি তিনি উত্তম জাতির সমভিব্যাহারী হইতে পারেন না যেহেতু ঈদৃশ ব্যক্তি সহচরগণের নিকটে প্রশংসিত হইয়াও ইনি স্বয়ং নিকৃষ্টের সংসর্গ অর্থাৎ

স্বজাতীয় সংসর্গ পরিত্যাগ করিতে পারেন না। সর্ব্বদা অসতের সংসর্গে থাকিয়া যে স্বয়ং সৎ হইবে ঈদৃশ লোক কদাচিৎ সম্ভূত হয়।

অপিচ নিকৃষ্টের সন্তান সৎ হইলেও ব্যক্তিরা তাহার সহিত আপাততঃ সংসর্গ করিতে শঙ্কা করেন। যেমন কুষ্ঠ রোগীর কন্যা যদি অতি সুন্দরীও হয়, বিবেচক ব্যক্তিরা তাহার পাণিগ্রহণ করিতে শঙ্কা করেন এবং কোন হিংস্র জন্তুশাবক যদি দীর্ঘকাল মনুষ্য সংসর্গে থাকিয়া অর্থাৎ মনুষ্যকর্ত্তৃক পালিত হইয়া হিংস্রতা বিহীনও হয় এবং ঐ জন্তু মনুষ্যের বাধ্যও হয়, তথাপি সদ্বিবেচকগণ তাহাকে ভয় করেন, যেহেতু কুলজ দোষগুণ প্রায়ই প্রাণিগণকে পরিত্যাগ করে না।

যদি আমরা সৎস্বভাবান্বিত কোন নিকৃষ্ট সন্তানের সহিত আহার ব্যবহার করি তবে যে সকল বালক কিম্বা অবিবেচকেরা সদসৎ বিবেচনা করিতে নাপারে তাহারা আমা-

দিগকে নিকৃষ্ট জাতীয় ব্যক্তি বি...তী সংসর্গী দেখিয়া সাধারণ নিকৃষ্টের স... ...রত হইবে। অবিবেচক ব্যক্তিরা ...সং বিষয়ের দোষগুণ বা কার্য্য কারণ বি...চঃ তা- করে না। তাহারা কেবল মান্য ব... অনুযায়ী হইয়া চলে। তাহার প্রমাণ ... মান স্যাহেব প্রিয় অজ্ঞ নবীন যুবকেরা সা- হেবদিগের আচরণ দেখিয়া তাহারই অনু- করণ করে। কিন্তু ইহা বিবেচনা করে না শীতপ্রধান দেশীয়েরা যদ্রূপ আচরণ করিয়া সুখী হইবে এই উষ্ণপ্রধান দেশীয়েরা তদ্রূপ আচরণ করিলে অসুখী হইতে পারে। এই প্রকার নিকৃষ্ট জাতির মধ্যে কোন্ লো- কের সংসর্গ করা উচিত এবং কোন্ লোকের সংসর্গ করা অনুচিত ইহা যাহারা বিবেচনা করিতে না পারিবে, তাহারা কেবল দৃষ্টান্তা- নুসারেই সাধারণ নিকৃষ্ট জাতির সংসর্গ করিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু জাতিভেদ থাকিলে উত্তম সন্তানেরা সদসৎ ব্যক্তি বিবে- চনায় অক্ষম হইলেও জাতিভেদ শাসনের

অধীনে থাকিয়া কদাচ নিকৃষ্ট সংসর্গ করিবে না।

জাতিভেদ না থাকিলে যে যাহাকে ভাল বাসে সেই তাহার সংসর্গ করিবে। যেহেতু প্রণয় স্থলে গুণ ভিন্ন প্রায় দোষ দেখা যায় না। এ গতিকে অনেক ভদ্রসন্তান নিকৃষ্ট সংসর্গ দ্বারা নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি লাভ করিবে। ব্যেরা অধম সংসর্গ দ্বারা যেমন অনায়াসে অধম হইতে পারে, তেমন উত্তম সংসর্গ দ্বারা অনায়াসে উত্তম হইতে পারে না। ইহা মনুষ্যের নৈসর্গিক ধর্ম্ম।

কিন্তু আমরা এ কথাও অবশ্য স্বীকার করি, নিকৃষ্ট জাতি যদি সৎস্বভাবান্বিত হয় তবে অসৎস্বভাবান্বিত উত্তম জাতি অপেক্ষাও বিদ্যাবুদ্ধি স্বভাব দ্বারা মান্য হইবে সন্দেহ নাই। প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে হিন্দুচূড়ামণি রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর এবং দেশহিতৈষি প্রবর দাতা কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় ইহাদিগকে সাধারণ লোকে যত দূর সম্ভ্রম সমাদর করে অতিমূর্খ দুষ্কর্ম্মান্বিত

এক জন ব্রাহ্মণ সন্তানকে কদাচ তাদৃশ সম্মান করে না। ব্রাহ্মণ সন্তান কেবল পৈত্রিক জাতি দ্বারা শ্রেষ্ঠ, ধার্ম্মিক গুণিগণ সকল বিষয়ে নানা প্রকারে শ্রেষ্ঠ। অতএব এই আপত্তি কেহ করিতে পারেন না, ভিন্ন কুল সন্তান সৎকর্ম্মা হইলেও জাতিভেদ দ্বারা তাহার সৎকর্ম্মের উৎসাহের বাধা হয়।

এইক্ষণে বিবেচনা করা উচিত যে জাতিভেদ শাস্ত্র সম্মত কি না? বহুবিধ শাস্ত্রানুসন্ধান দ্বারা নিশ্চয় জানা যাইতেছে জাতিভেদ শাস্ত্র সম্মত।

যথা—ব্রাহ্মণোস্য মুখমাসীদ্বাহু রাজন্যকঃ কৃতঃ।
উরুতদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥
ইতি দ্বাদশ ঋক্।

ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য, পাদ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছে।

যদিচ "কল্পিত শরীরি ব্রহ্মার বিশেষ বিশেষ অঙ্গ হইতে প্রতি বর্ণের যে উৎপত্তি হইয়াছে ইহা ফলিতার্থ নহে। ইহা কেবল

গুণকর্ম্ম জনিত উৎকর্ষ ও অপকর্ষতা মাত্র ” যেহেতু ভাগবতের নবমস্কন্ধের চতুর্দ্দশাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে।

“ এক এব পুরাবেদঃ প্রণবঃ সর্ব্ব বাঙ্ময়ঃ।
দেবো নারায়ণো নান্য একোগ্নি র্বর্ণ এবচ ॥ ৩৫ ॥

পূর্ব্বে এক মাত্র বেদ ছিল, সর্ব্ব বাঙ্ময় প্রণব ছিল, এক নারায়ণ মাত্র দেবতা ছিলেন, এক মাত্র অগ্নি ও একমাত্র বর্ণ ছিল। অর্থাৎ বর্ণভেদ ছিল না। মহাভারতের বনপর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

নসাম ঋক যজু র্বর্ণাঃ ক্রিয়া নাসীচ্চ মানবী
সমাশ্রয়ং সমাচারং সমজ্ঞানঞ্চ কেবলং।
তদাহি সর্ব্বকর্ম্মাণোবর্ণ ধর্ম্মানবাপ্নুবন্
এক দেব সদা যুক্তা এক মন্ত্র বিধিক্রিয়া ॥

অপিচ। ন বিশেষোস্তিবর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টংহি কর্ম্মণা বর্ণতাং গতং ॥

মহাভারতঃ।

উপরি উক্ত বচন গুলির তাৎপর্য্য এই— এই ব্রহ্মময় জগতে পূর্ব্বকালে বর্ণের কোন বিশেষ ছিল না, এক ব্রহ্ম হইতে পূর্ব্বসৃষ্ট মনুষ্য সকল এক মাত্র বর্ণ ছিল, পরে স্ব স্ব

কর্ম্ম দ্বারা বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে। যথা এক কশ্যপ মুনির সন্তান অদিতীর গর্ভে যাহারা জন্ম ধারণ করিয়াছে তাহারা দেবতা হইয়াছে, দিতির গর্ভজাতগণ অসুর হইয়াছে। সেই কশ্যপের সন্তান সূর্য্য হইতে সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ জন্মিয়াছে। " এবং ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব ঋষভের একাশীতি পুত্র ব্রাহ্মণের ধর্ম্মাবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মণ হওয়ার বৃত্তান্ত ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়ে লিখিত আছে। বিশ্বামিত্র ঋষি ক্ষত্রিয় সন্তান হইয়াও তপোবলে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। অন্যের কথা কি কহিব স্বয়ং বেদব্যাস বর্ণশঙ্কর অথচ জারজ হইয়াও শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট মুনি হইয়াছিলেন। এবং ক্ষত্রিয়কুলে জারজ সন্তান উৎপন্ন করিয়া ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতিকে ক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন, এই প্রকার অনেক দৃষ্টান্ত পুরাণে দৃষ্ট হয়। অতএব সৃষ্টির প্রথমে ব্রহ্মার চারি অঙ্গ হইতে চতুর্বর্ণ উৎপন্ন হওয়ার যে প্রসঙ্গ আছে তাহা রূপকবাক্য বিবে-

চনা করিতে হইবে”। এই জগৎব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সেই ব্রহ্ম নির্বিকার অশরীরি ইহা সর্ব্বজ্ঞান-শাস্ত্রের মত এবং যুক্তিযুক্ত বটে, অতএব বোধহয় বেদ লোকসকলকে চতুর্বর্ণে বিভাগ করিয়া প্রত্যেকের গুণানুযায়ী বৃত্তি নিরূপণ করিয়াছেন, এপ্রযুক্ত ব্রহ্মার চতুরঙ্গ হইতে চতুর্বর্ণের উৎপত্তি কল্পনা করা হইয়াছে। কিন্তু তথাপি জাতিভেদ যে শাস্ত্র সম্মত তাহার অন্যথা হইল না। যেহেতু শাস্ত্রই মনুষ্যের স্ব স্ব গুণ কর্ম্ম দ্বারা বর্ণ বিভেদ করিয়াছে এবং প্রত্যেক বর্ণের পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম ও বৃত্তি নিরূপণ করিয়াছে।

যথা—অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ষট্‌কর্ম্মাণ্যগ্রজন্মনাং।

অধ্যাপনাদি ষট্‌কর্ম্ম ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম। এই প্রকার প্রজাপালনাদি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। কৃষি বাণিজ্য পশু পালনাদি বৈশ্যের ধর্ম্ম। এই প্রকার বৃত্তি, ধর্ম্ম, ব্যবহার প্রভৃতি সকলই পৃথক্ পৃথক্ করিয়াছে এবং এক জাতির ধর্ম্ম অন্য জাতি অবলম্বন করিলে শাস্ত্রে

তাহার নিন্দাবাদও আছে, অতএব নিঃসন্দেহে জানা যাইতেছে জাতিভেদ শাস্ত্রসম্মত।

এইক্ষণে অনেকে এই আপত্তি করিতে পারেন, যদিচ জাতিভেদ শাস্ত্রসম্মত হউক, কিন্তু অসবর্ণে বিবাহ এবং অসবর্ণের অন্নগ্রহণ শাস্ত্র নিষিদ্ধ কিম্বা পূর্ব্বতন সাধ্বাচার বিরুদ্ধ নহে। প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে।

ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্য কন্যায়াং অম্বষ্ঠোনাম জায়তে।
নিষাদঃ শূদ্রকন্যায়াং যঃ পারশব উচ্যতে॥

ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিবাহিতা বৈশ্যকন্যাতে অম্বষ্ঠ এবং বিবাহিতা শূদ্রকন্যাতে নিষাদ উৎপন্ন হইয়াছে। যাহাকে পারশব বলিয়া থাকে। এই প্রকার পরস্পর অসবর্ণ বিবাহ দ্বারা অনেক বর্ণশঙ্কর উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদ্বারা নিশ্চয় জানাযায় পূর্ব্বে অসবর্ণে বিবাহ ছিল। এবং শূদ্রান্ন গ্রহণেও বাধা ছিল না। বরাহ ও আদিত্যপুরাণে উক্ত হইয়াছে।

ত্রিষুবর্ণেষু কর্ত্তব্যং পাকভোজনমেবচ।
শুশ্রূষামভিপন্নানাং শূদ্রাণাঞ্চ বরাননে॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিনবর্ণে পরস্পর পাকভোজন করিবে এবং শুশ্রূষা নিরত শূদ্রের পাকও ভোজন করিতে পারে। মনুর চতুর্থ অধ্যায়ে ২৫৩ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে।

আর্দ্ধিকঃ কুলমিত্রঞ্চ গোপালো দাসনাপিতৌ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যস্যাত্মানং নিবেদয়েৎ॥

কৃষিকর্ম্মেতে অর্দ্ধভাগী শূদ্র এবং কুল-মিত্র, গোপাল, দাস, নাপিত ও যে শূদ্র আত্মসমর্পণ করিয়াছে সেই সকল শূদ্রের সহিত পরস্পর সকলেরই ভোজ্যান্নতা আছে। এই সকল শাস্ত্রীয় প্রবল প্রমাণ বিদ্যমানেও ইদানীং তাহার বিপরীত দেখি-তেছি ইহার কারণ কি?

উত্তর।

পূর্ব্বতন মানবগণ তপোবলদ্বারা অসা-ধারণ জ্ঞানসম্পন্ন হইত। তাহাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্মদ্বারা লোকতঃ কি ধর্ম্মতঃ কিছু-তেই কোন অনিষ্ট ঘটনা হইত না। ক্রমশঃ মানবগণ হীনতপাঃ ও অল্পজ্ঞান হইতেছে সুতরাং পূর্ব্বতন জ্ঞানিগণের আচরিত কর্ম্ম

সকল আধুনিক লোকেরা করিতে পারে না। অতএব প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র মনু ও পরাশর সংহিতাতে লিখিত আছে, যুগহ্রাসেতে মনুষ্যের শক্তি ও তপস্যার হ্রাস হয়, অতএব সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই সকল পৃথক্ পৃথক্ যুগে পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম। মনুষ্যের অবস্থা পরিবর্ত্ত হওয়াতে রীতি নীতি আচার ধর্ম্ম সকলই পরিবর্ত্ত হয়। সুতরাং পূর্ব্বতন জ্ঞানিগণ যদ্রূপ আচরণ করিয়াছেন আধুনিক লোকেরা তদ্রূপ করিতে পারে না।

যে সকল কর্ম্মদ্বারা লৌকিক কি পারত্রিক কোন দোষ হইতে পারে পূর্ব্বতন সাধুগণ সেই সকল কর্ম্ম করিতেন না। সুতরাং তাঁহাদিগের আচরিত কর্ম্ম সকল দোষাবহ হইত না। তৎপরে যে সময়ে সেই সেই সাধু আচরিত কর্ম্মসকল অল্পজ্ঞান জনগণ কর্ত্তৃক আচরিতব্য হইয়া সমাজের দোষকরণীয় হইয়াছে সেই সময়েই কোন জ্ঞানী পুরুষ সেই সকল কর্ম্ম করিতে নিষেধ করিয়াছেন। এই প্রকার অনেক মুনিগণ লো-

কের অবস্থানুসারে পূর্ব্ব মত রহিত করিয়া আপন আপন নূতন মত প্রচার করিয়াছেন।

সত্যবটে পূর্ব্বকালে অসবর্ণে বিবাহ ছিল এবং দাস, নাপিতাদি শূদ্রের গৃহিতও ভোজ্যান্নতা ছিল। ঐ নিয়ম ক্রমশঃ প্রবলরূপে সর্ব্বত্র প্রচলিত হওয়াতে সুবিচক্ষণ পণ্ডিতগণ বিবেচনা করিলেন কলিকালের লোক সকল ক্রমশঃ মূর্খ ও অবিবেচক এবং দুষ্প্রবৃত্তি হইবে, তাহারা কেবল (শিশ্নোদরপরায়ণায) অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সুখ ও উদর তৃপ্তিতেই অনুরক্ত থাকিবে, সুতরাং ইহাদের সময়ে এই নিয়ম প্রচলিত থাকিলে বিবাহ করিতে ও অন্নভোজন করিতে কালাকাল, ভালমন্দ, পাত্রাপাত্র কিছুই বিবেচনা করিবে না। তদ্দ্বারা নানাপ্রকারে সামাজিক অমঙ্গল ঘটিতে পারে। অতএব তাঁহারা কলিকালে সেই সকল নিয়ম রহিত করিয়াছেন তৎপ্রমাণং যথা বৃহন্নারদীয়পুরাণে।

দ্বিজানামসবর্ণাসু কন্যাসূপযমস্তথা।
দেবরেণ সুতোৎপত্তি র্মধুপর্কে পশোর্বধঃ।
মাংসাদনং তথাশ্রাদ্ধে বানপ্রস্থাশ্রমস্তথা।

দত্তায়াশ্চৈব কন্যায়াঃ পুনর্দানং বরস্য চ।
দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং নরমেধাশ্বমেধকৌ।
মহাপ্রস্থানগমনং গোমেধঞ্চ তথা মখং ॥
ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্জ্যানাহুর্ম্মনীষিণঃ।

তথাহি—কন্যানামসবর্ণানাং বিবাহশ্চ দ্বিজাতিভিঃ
আততায়ি দ্বিজাগ্র্যাণাং ধর্ম্মযুদ্ধেন হিংসনং।
বানপ্রস্থাশ্রমস্যাপি প্রবেশো বিধিদেশিতঃ ॥
বৃত্তস্বাধ্যায়সাপেক্ষ মঘসঙ্কোচনন্তথা।
প্রায়শ্চিত্ত বিধানঞ্চ বিপ্রাণাং মরণান্তিকং।
সংসর্গদোষঃ পাপেষু মধুপর্কে পশোর্ব্বধঃ।
দত্তৌরসেতরেষাস্তু পুত্রত্বেন পরিগ্রহঃ।
শূদ্রেষু দাসগোপাল কুলমিত্রার্দ্ধসীরিণাং।
ভোজ্যান্নতা গৃহস্থস্য তীর্থসেবাতি দূরতঃ।
ব্রাহ্মণাদিষু শূদ্রস্য পক্বতাদি ক্রিয়াপি চ।
ভৃগ্বগ্নিপতনৈশ্চৈব বৃদ্ধাদি মরণন্তথা।
এতানি লোক গুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ।
নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থা পূর্ব্বকং বুধৈঃ ॥

আদিত্য পুরাণং

এই সকল বচন দ্বারাই অসবর্ণ বিবাহ, দাস, নাপিত, গোপাল, কুলমিত্র, অর্দ্ধসীরী শূদ্রের সহিত ব্রাহ্মণাদির ভোজ্যান্নতা ও শূদ্রের পক্কান্ন গ্রহণ, পরস্পর সংসর্গের দোষ প্রভৃতি কলিকালে রহিত হইয়াছে।

অলমতি বিস্তরেণ।

সমাপ্তোয়ং গ্রন্থঃ।